স্বপ্নের সন্তান

পিতামাতার করণীয় । নির্বাচিত ইসলামি নাম

মাহবুবুর রহমান

সম্পাদনা : মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

স্বপ্নের সন্তান : পিতামাতার করণীয়
এবং
নির্বাচিত ইসলামী নাম

লেখক
মাহবুবুর রহমান

সম্পাদনা
মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন

সঞ্চালন
প্রকাশনী

প্রতিষ্ঠিত লেখক, রুচিশীল সাহিত্যিক, দরদি আলেমে দ্বীন,
মুহাদ্দিস ও খতীব মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন সাহেবের

অভিমত

এই পৃথিবীতে মানুষের স্বপ্নের অন্ত নেই। শেষ নেই মানুষের আশার। আবার যত ভয় ও শঙ্কা সব ওই স্বপ্ন ও আশাকে ঘিরেই! পলে পলে তাকে পুড়িয়ে মারে এই দুশ্চিন্তার অনল—আমার স্বপ্ন সত্য হবে তো? আমার আশার ফলিত ফসল কি দেখে যেতে পারব? হ্যাঁ, স্বপ্ন সত্যি হয় এবং আশা হয় আশাজাগানিয়া দীপিত ফসল—যদি ওই স্বপ্ন মানুষের সঙ্গ পায়; 'আশা' পায় মানুষের ভরসা! 'মানুষ' নেই—আশা নেই, স্বপ্ন নেই! তারপর শুধু বিনাশ আর বিনাশ!

'সন্তান' মানবজীবনের এমন এক সম্পদ যাকে ঘিরেই আবর্তিত হয় জীবনের সব স্বপ্ন, সব আশা! সন্তান যদি কারও মানুষ হয়—মানুষের মতো—তার সব স্বপ্ন সত্যি, তার সব আশা সূর্যের মতো অকাট্য, চাঁদের মতো মোহন এবং ফুলের মতো গন্ধমদির। বক্ষ্যমান গ্রন্থে সন্তানকে 'মানুষ' বানাবার; বরং জীবনের শ্রেষ্ঠ স্বপ্নকে স্বপ্নের মতো করে নির্মাণ করবার কিমিয়া বিবৃত হয়েছে সরল শক্তভাবে।

আমার সৌভাগ্য, গ্রন্থটি আমি আদ্যোপান্ত পড়েছি। তথ্যের প্রাচুর্য, দলিলের শক্তি, বর্ণনার প্রাঞ্জল্য, উপস্থাপনার ঋজুতা এবং ভাষার মহক আমাকে মুগ্ধ করেছে! আমার বিশ্বাস, মনোযোগী কোনো পাঠকই মুগ্ধ ও আপ্লুত না হয়ে পারবেন না। আমি আশাবাদী, এটি উদ্দিষ্ট বিষয়ে বাংলা ভাষায় রচিত মৌলিক গ্রন্থের মর্যাদা পাতেইনশাআল্লাহ!

দুই.

লেখক মাওলানা মুফতী মাহবুবুর রহমান সাহেব একজন তুখোড় তীক্ষ্ণ মেধাবী আলেম। হাদীস ও ফিকহ-বিষয়ক একটি উচ্চতর গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'দারুল ফিক—রি ওয়াল ইরশাদ ঢাকা'-এর ফিকহ বিভাগের প্রধান। ফিকহ ও হাদীস তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার বিষয় হলেও পবিত্র কুরআন

তাঁর প্রিয়তম পাঠ্য। ফলে তাঁর চিন্তা উজ্জ্বল, দীপক এবং প্রান্তপ্রসারিত। কুরআনুল কারীম এবং হাদীস শরীফের নিয়মিত পাঠ ও সান্নিধ্য তাঁর ভেতর যে আবেগ ও দরদ ছড়িয়ে দেয়—তা নিয়মিত তাঁকে চঞ্চল করে রাখে। অতঃপর চোখের সামনে ঘটিত নানা অসংগতি, 'দ্বীনদার' বলে বিবেচিত আমাদের বিশিষ্ট সমাজেও যখন দেখেন আল্লাহর বাণী এবং নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদর্শকে উপেক্ষা কিংবা অবহেলার প্রবণতা, তখন তিনি ভীষণভাবে আহত হন! তাঁর লেখালিখিতে আছে ওই পবিত্র আহত-বোধের আর্তনাদ; ব্যথিত চিত্তের আকুলতা! ফলে তাঁর লেখা শুধুই লেখার জন্য নয়। একজন গভীর পাঠমনস্ক আলেমের কর্তব্যবোধের মিনতি মাঝেমধ্যে তাঁকে লিখতে বাধ্য করে! তাই জানা ও বয়সের হিসেবে তাঁর লেখার পরিমাণ সামান্যই!

তিন.

আমি তাঁকে অনেক বছর ধরে চিনি! আমাদের দেশে যারা ভালো আলেম, নিয়মিত পড়েন, অনেক পড়েই—তাদের মধ্যে ভাষাচর্চা—সবিশেষ বাংলাভাষা চর্চার আগ্রহ আছে এবং চর্চা করেন এমন মানুষের সংখ্যা খুবই কম। মাওলানা মাহবুব সাহেবের স্বাতন্ত্র্য এইখানে। তিনি বড় আলেম আবার তাঁর ভাষাটাও শুদ্ধ সুন্দর প্রাঞ্জল এবং পরিশীলিত। তাঁর ভেতর ভাব আছে; ভাব প্রকাশেও তিনি স্বচ্ছন্দ। শব্দ প্রয়োগে সতর্ক, রুচিশীল।

মুনাজাত করি, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে আরও বড় করেন। তিনি লেখালিখিতে নিয়মিত হলে আমাদের উপকার হবে; তিনিও পুরস্কৃত হবেন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، آمين.

দোয়ার মুহতাজ
মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন
০১. ১০. ২০২২
০৪. ০৩. ১৪৪৪

সূচিপত্র

অভিমত ৫

প্রথম কথা ১৩

সন্তানের গুরুত্ব ১৬
সন্তানের প্রতি ভালোবাসা আল্লাহর অপূর্ব দান ১৭
সন্তানের বিষয়ে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ১৮
নেক সন্তানই কাম্য ১৯
মৃত্যু-পরবর্তী জীবনে নেক সন্তানই আমাদের উপকারে আসবে ২১
অধিক সন্তান সৌভাগ্য ও বরকতের প্রতীক ২২
মেয়েসন্তানে অসন্তুষ্ট হওয়া ইসলামে নিষেধ ২৩
কন্যাসন্তান লালনপালনের বিশেষ ফজিলত ২৪
সন্তান আমাদের জন্য পরীক্ষার বস্তু ২৬

সন্তান-প্রত্যাশীদের জন্য করণীয় ২৮

সন্তানের অধিকার ও পিতামাতার দায়িত্ব ৩৪
১. সন্তানের জীবন সংরক্ষণ ৩৪
জন্মনিয়ন্ত্রণ ৩৫
যেসব কারণে সাময়িকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয ৩৭
২. কানে আযান দেয়া ৩৭
৩. তাহনিক ৩৮
৪. সুন্দর নাম রাখা ৪০
সপ্তম দিনে নাম রাখা ৪১

নাম রাখার ক্ষেত্রে কয়েকটি মূলনীতি ৪১
পছন্দনীয় নাম ৪৩
অপছন্দনীয় নাম ৪৩
নাম রাখার ক্ষেত্রে পিতামাতার মধ্যে বিরোধ হলে ৪৪
নাম পরিবর্তন করার বিধান ৪৪
একাধিক নাম রাখা ৪৬
নাম বিকৃতি করা অপরাধ ৪৬
সন্তানকে তার পিতার পরিচয়ে ডাকতে হবে ৪৭
৫. আকীকা করা ৪৭
আকীকার নিয়ম-কানুন ৪৮
কুরবানীর সঙ্গে আকীকা করা ৪৯
সপ্তম দিনে চুল কাটা প্রসঙ্গে ৫১
চুলের ওজন পরিমাণ সদকা করা ৫২
৬. সন্তানকে দুধ পান করানো ৫২
৭. সন্তানের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণ ৫৩
পিতার অক্ষমতা কিংবা অবর্তমানে সন্তানের ভরণ-পোষণ ৫৫
সন্তানের পরিচর্যা ও লালন-পালন
(আল-হাদানাহ)-বিষয়ক অধিকার ও দায়িত্ব ৫৬
শিশুর প্রতিপালন সম্পর্কে একটি মূলনীতি ৫৮
প্রতিপালন-বিষয়ক শর্তাবলি ৫৯
নারী-পুরুষ উভয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সম্পর্কিত শর্তসমূহ ৫৯
নারীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শর্তসমূহ ৬০
পুরুষদের সঙ্গে সম্পর্কিত শর্ত ৬০
লালন-পালনের সময়সীমা ৬০
সন্তান ও পরিবারের জন্য অর্থ ব্যয় করার ফজিলত ৬২
৮. সন্তানের শিক্ষাদান ও চরিত্র গঠন ৬৩
সন্তানকে ইলম ও আদব শিক্ষাদানের দফজিলত ৬৪
৯. সন্তানের প্রতি স্নেহ-মমতা দেখানো ৬৫
১০. সন্তানদের মাঝে সমতা রক্ষা করা ৬৬
১১. খতনা করানো ৬৮

সন্তানের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে করণীয় ৬৯
পিতা-মাতাকে অপরাধমুক্ত ও সংযমী জীবনযাপন করা ৬৯
শিশুর খাবার-দাবারের বিষয়ে বিশেষভাবে যত্নবান থাকা ৬৯
সন্তানের সঙ্গে মিথ্যা ও প্রতারণামূলক আচরণ না করা ৭০
শিশুর মন রক্ষার্থে তাদের নাজায়েয আবদার পূরণ না করা..... ৭১
দ্বীনী শিক্ষার বিষয়ে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া..... ৭১
তরবিয়ত ও দীক্ষার প্রতি সূক্ষ্ম দৃষ্টি রাখা..... ৭৫
মোবাইল, টিভি ও কম্পিউটার থেকে দূরে রাখা..... ৭৭
সন্তানকে অসৎ সঙ্গ থেকে দূরে রাখা..... ৭৮
সন্তানদেরকে দান-সদকায় অভ্যস্ত করানো..... ৭৮
শিশুদের থেকে খেদমত নেয়া এবং এর জন্য তাদেরকে উৎসাহ দেয়া.... ৭৮
শিশুর ভাষা সুন্দর করার প্রতি যত্নবান থাকা..... ৮০
সন্তানের মানসিক ও শারীরিক বিকাশে
আল্লামা ইবনু কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ রহ.-এর কয়েকটি পরামর্শ ৮০
শিশুদের তরবিয়ত ও প্রতিপালন-পদ্ধতি :
হযরত থানবী রহ.-এর নির্দেশনা..... ৮৩

পিতা-মাতার জন্য কয়েকটি সতর্কীকরণ ৯২

কিছু করণীয় ও বর্জনীয় আমল ৯৯
নবজাতকের পিতাকে অভিনন্দন জানানো মুস্তাহাব ৯৯
ছেলে শিশুদের হাতে মেহেদি লাগানো নিষেধ..... ১০০
মেয়েদের হাত-পায়ের নখে নখপালিশ লাগানে নিষেধ ১০০
শিশুদেরকে ময়লা-আবর্জনার পরিবেশ থেকে দূরে রাখা আবশ্যক ১০০
ধারালো অস্ত্র, যন্ত্রপাতি ও ঔষধপত্র
শিশুদের নাগালের বাহিরে রাখা একান্ত জরুরি ১০১
শিশুদেরকে খেলাধুলার ক্ষেত্রে শরীয়তের
নীতিমালার প্রতি লক্ষ রাখা আবশ্যক.....১০১
শিশুদের কোথাও একা পাঠাতে হলে খুব ভেবে-চিন্তে পাঠানো উচিত .. ১০২
শিশুদের নিয়ে বিনোদনমূলক ঘোরাফেরার
ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন করা কাম্য ১০২

সন্ধ্যা নামার আগে শিশুদের ঘরে ফিরিয়ে আনা চাই..... ১০২

প্রয়োজনীয় আরও কয়েকটি মাসআলা..... ১০৩
শিশুর মুখের লালা পাক..... ১০৩
শিশুর বমির বিধান..... ১০৩
শিশুর পেশাব প্রসঙ্গে..... ১০৪
শিশুর পোশাক-পরিচ্ছদ..... ১০৪
মেয়েশিশুর নাক, কান ছিদ্র করা..... ১০৭
শিশুর মালিকানাধীন আসবাবপত্রের বিষয়ে করণীয়..... ১০৭
এতিম শিশুর অভিভাবকত্ব..... ১০৯
শিশুর সম্পদের অভিভাবক কে হবেন..... ১১০
এতিমের সম্পদে অভিভাবকদের জন্য যা
করা জায়েয এবং যা করা জায়েয নয়..... ১১০
শিশুকে কোলে নিয়ে নামায আদায় করা..... ১১১
শিশুদের সতর ও পর্দার মাসআলা..... ১১২
সন্তানদের শয্যা পৃথক করার মাসআলা..... ১১৩
ছেলে-মেয়েদের বালেগ হওয়ার আলামত..... ১১৩
শিশুর চুল ও নখ কাটা বিষয়ে..... ১১৪
শিশুর জন্মদিন পালন করা..... ১১৬
শিশুর গলায়, হাতে, কোমরে তাবিজ-কবজ বা সুতা বাঁধার বিধান..... ১১৬

হাদীসে বর্ণিত কিছু দোয়া ও ঝাড়-ফুঁক..... ১১৮
বদনজর ও রোগব্যাধি থেকে হেফাজতের দোয়া..... ১১৮
সকল অসুস্থতায় মাসনূন দোয়া..... ১১৮
রোগীর জন্য দোয়া..... ১১৯
অসুস্থতা ও বদনজরের মাসনূন দোয়া..... ১১৯
অসুস্থতা, ক্ষত ও ব্যথার দোয়া..... ১১৯
শরীর ব্যথার জন্য দোয়া..... ১২০
রোগমুক্তির জন্য সূরা ইখলাস, নাস ও ফালাকের আমল..... ১২০
বিষাক্ত কিছু দংশন করলে করণীয়..... ১২১

নির্বাচিত ইসলামী নাম ১২২

নাম ১২৩
নামের প্রকারভেদ ১২৪
নাম ইসলামী ভাবধারা অনুযায়ী এবং আরবী ভাষায় হওয়া কাম্য ১২৬
বাংলা ও ইংরেজি ভাষার শব্দ দিয়ে নাম রাখা ১২৬
নামকে আজমি চিন্তা-চেতনার প্রভাব থেকে মুক্ত রাখা চাই ১২৭
সূরা ও হরফের নামে নাম রাখা ১২৮
অতি বিশেষণমূলক নাম রাখা থেকে বেঁচে থাকা উচিত ১২৯
বর্ণমালা অনুসরণ করে নাম রাখা ১২৯
শব্দের মধ্যে বিকৃতি এনে নাম রাখা সঠিক নয় ১৩০
যুক্তনাম সম্পর্কে কিছু কথা..... ১৩০
নামের আগে 'মুহাম্মদ' শব্দ যোগ করা ১৩২
মহিলাদের নামের আগে মুসাম্মৎ শব্দ যোগ করা ১৩৩
মহিলাদের নামের সঙ্গে বেগম, বিবি, কানিজ ও আক্তারের ব্যবহার ১৩৪
নামে নতুনত্ব আনার মানসিকতা বর্জনীয় ১৩৫

আল্লাহর নামের শুরুতে 'আব্দ'যুক্ত নাম..... ১৩৬

নিম্নোল্লিখিত নামগুলো আল্লাহর বিশেষণ হিসেবে কুরআন শরীফের বিভিন্ন জায়গায় উল্লেখ রয়েছে..... ১৪৫

কুরআনে বর্ণিত নবীদের নামের তালিকা..... ১৪৬

বাংলা বর্ণমালা অনুসারে ইসলামী নামের তালিকা..... ১৪৭

ছেলেদের নাম..... ১৪৭

মেয়েদের নাম ২০৭

কিছু প্রসিদ্ধ কুনিয়াত বা উপনাম ২৪৯

প্রথম কথা

স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভর করেই মানুষের পথচলা। তবে পিতামাতার কাছে সন্তানের চাইতে অধিক আগ্রহের কিছু নেই। সন্তানই তাদের সবচেয়ে বেশি কাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত। তাই তো পিতামাতা সবকিছু উজাড় করে দেন সন্তানের জন্য। জীবনের সবটুকু শক্তি ও সামর্থ্য বিলিয়ে দেন তাদের ভবিষ্যৎ কল্পনা করে। নিজেদের অসংখ্য চাহিদা অপূর্ণ রেখে সন্তানের সুখ-শান্তিকে প্রাধান্য দেন কেবল তাদেরই ভালোবাসায়। এভাবে তিলে তিলে নিজেদের ক্ষয় করেও পিতামাতা দেখতে চান সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ।

কিন্তু লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে—সমাজের কতজন পিতামাতা তাদের সন্তানকে কাঙ্ক্ষিত সফলতায় পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছেন অথবা কতজন সন্তান সত্যিকার অর্থে তাদের পিতামাতার মুখ উজ্জ্বল করেছে? সফলতার অর্থ যদি এটা হয়—লেখাপড়া করে জাগতিক জীবনে উচ্চ আসন লাভ করা অথবা চাকরি-বাকরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে প্রাচুর্যের মধ্যে জীবনযাপনে সমর্থ হওয়া, তাহলে অবশ্য সমাজের কিছুসংখ্যক পিতামাতার বেলায় এ কথা বলার সুযোগ রয়েছে—তাদের সন্তান দ্বারা তারা সফল হয়েছেন। আর যদি সফলতার অর্থ হয়—দ্বীন-ধর্ম, আচার-আচরণ, নীতি-নৈতিকতা এবং শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি গুণাবলির বিচারে সন্তানটি একজন আদর্শ মানুষ ও পুণ্যবান বান্দা হওয়া, তাহলে এমন সন্তানের গর্বিত পিতামাতা হওয়ার সৌভাগ্য কতজন লাভ করেছেন তা খুঁজে বের করা হয়তো সহজ ব্যাপার নয়।

প্রশ্ন এখানেই—এত যত্ন ও মায়া-মমতার বন্ধনে লালিত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সোনার সন্তানদের এমন বিপর্যয় ও দুরবস্থা কেন? কেনই-বা

সন্তানদের দ্বারা আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটছে না? নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও আমাদের ত্রুটি রয়েছে। আমাদের চিন্তা-চেতনা, কর্মপদ্ধতিতে ভুল আছে। অন্যথায় এমন হবার কথা নয়।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি—সন্তানের বিষয়ে ইসলামের যে নীতি-আদর্শ রয়েছে; তথা প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষাদান ও তরবিয়ত-পদ্ধতি অনুসরণের মধ্যেই আমাদের সফলতা নিহিত। সন্তানকে নেক, আদর্শবান ও সচেতন নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য তাঁর আদর্শ অনুসরণের বিকল্প নেই। তাই প্রিয় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়ে যে শিক্ষা ও নির্দেশনা দিয়ে গেছেন তা সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

সুতরাং এই বইয়ের মাধ্যমে আমরা কুরআন ও হাদীসের আলোকে জানতে পারব—সন্তানের বিষয়ে পিতামাতার মনোভাব কী হওয়া উচিত, তাদের ওপর সন্তানের কী কী অধিকার রয়েছে এবং সন্তানের লালনপালন ও তালীম-তরবিয়ত বিষয়ে করণীয়-বর্জনীয় বিষয় কী কী। এ ছাড়াও এতে রয়েছে আনুষঙ্গিক প্রয়োজনীয় মাসআলা-মাসায়েল ও নানান দিক-নির্দেশনা।

আমরা আশা করব, বইটি পিতা-মাতাগণকে তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং তাদের সন্তানদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন করবে। যদি একজন পিতা কিংবা একজন মাতা এর দ্বারা উপকৃত হন তাহলেও আমাদের এ সামান্য খেদমত স্বার্থক হবে। কারণ, আল্লাহর কাছে জবাবদিহির দায় থেকে একজন ব্যক্তির বেঁচে যাওয়াও কম কথা নয়। আর যদি বাস্তব অর্থে কোনো সন্তানের জীবন সুন্দর হওয়ার পথে এটি সহযোগী হয়, তাহলে আমাদের জন্য তা অনেক বড় প্রাপ্তি। হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে এবং আমাদের পিতামাতা ও সন্তানাদিকে কবুল করুন।

ইচ্ছে ছিল আলোচ্য বিষয়ে অতি ক্ষুদ্রাকারে মৌলিক কিছু কথা লেখার। কিন্তু লিখতে গিয়ে পরিকল্পনা পুরোপুরি ঠিক রাখা সম্ভব হয়নি। প্রয়োজন মনে করেই বইয়ের কলেবর কিছুটা বৃদ্ধি করতে হয়েছে। এরপরও এ দাবি করা যাবে না—সন্তান সম্পর্কিত যাবতীয় বিধি-বিধান ও মাসআলা-

মাসায়েল এই বইয়ে স্থান পেয়েছে। বলা যায়, সন্তানের শৈশব-কৈশোরের সচরাচর প্রয়োজনীয় দিকগুলো মোটামুটিভাবে আলোচনায় এসেছে।

সর্বোপরি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি বিচক্ষণ আলেমে দ্বীন, পরিশীলিত চিন্তা-মননের অধিকারী, সুসাহিত্যিক হযরত মাওলানা মুহাম্মদ যাইনুল আবিদীন সাহেবকে। তিনি বইটি পড়ে প্রয়োজনীয় সংশোধনী ও নির্দেশনা দিয়েছেন, সাহস ও প্রেরণা জুগিয়েছেন। আমি তাঁর স্বভাবজাত উদারতা ও আন্তরিকতার দায়ে আবদ্ধ। আল্লাহ তাআলা মুসলিম জাতির কল্যাণে তাঁকে দীর্ঘ নেক হায়াত দান করুন।

বইটির কম্পোজ, কারেকশন, অঙ্গসজ্জা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে যথেষ্ট শ্রম দিয়েছেন মাওলানা রবীউল ইসলাম মাআরেফী। আমি তার কাছে বিশেষভাবে ঋণী। আরও যারা বিভিন্নভাবে এ কাজে সহযোগিতা করেছেন তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাদের মধ্যে মাওলানা আব্দুল আলীমের কথা বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য, অভিধান ঘেঁটে নামের অর্থ নির্ণয়ে তার পরিশ্রম অনেক। আমি সংশ্লিষ্ট সকলের কল্যাণ কামনা করি। হে আল্লাহ! আমাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। আমীন।

সন্তানের গুরুত্ব

সন্তান মানবজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোনো মানুষ সন্তান ছাড়া নিজেকে পরিপূর্ণ ভাবতে পারে না। কেননা সন্তানের অস্তিত্বের মধ্যেই মানুষ দেখতে পায় নিজের অস্তিত্বের প্রতিচ্ছবি এবং নিজের ভবিষ্যৎ নির্মাণের সুখ-স্বপ্ন। সন্তানই মানুষের জীবনকে গতিময় ও শৃঙ্খলিত করে। এমনকি মানবজীবনের সকল উন্নতি-অগ্রগতি ও কর্মস্পৃহা আবর্তিত হয় সন্তানকে ঘিরেই।

তাই আমাদের সন্তানরাই আমাদের কল্যাণের উৎস, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তারাই আমাদের জীবনের শ্রেষ্ঠ অর্জন ও পরম সৌন্দর্য। আমাদের প্রাণের স্পন্দন এবং স্বপ্নের ভবিষ্যৎ। সন্তান আছে এমন যে কেউ নির্দ্বিধায় স্বীকার করবেই—পিতামাতার জন্য সন্তানের চেয়ে অধিক আনন্দের কিছু নেই। সন্তানের মিষ্টি হাসি ভুলিয়ে দেয় শরীরের সকল ক্লান্তি-ক্লেশ। তার কোমল কণ্ঠ-ডাক আমাদের প্রাণে বসন্ত বয়ে আনে। যাদের সন্তান নেই তারাই কেবল বুঝেন সন্তান না থাকার বেদনা কতটা নিদারুণ। বলা যায়—সন্তানহীন ব্যক্তি জীবনের প্রকৃত সৌন্দর্য ও আনন্দ থেকে বঞ্চিত। এমন মানুষের জীবনে সাধারণত থাকে না বড় কোনো স্বপ্ন বা উচ্চাশা। ফলে তার জীবনপ্রবাহ গতিশীল হয় না এবং সমাজের কাছেও একসময় তার গুরুত্ব কমে যায়। ফলে এ কথা মেনে নিতে আমরা বাধ্য হই, সন্তান আমাদের পরম সৌভাগ্য।

প্রথম মানব হযরত আদম আলাইহিস সালাম এবং প্রথম মানবী মা হাওয়াকে সৃষ্টি করার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাআলা পারিবারিক জীবনধারার সূচনা করেন। সেই একটি পরিবার হতেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম মানব অস্তিত্ব চলমান ধারায় টিকে আছে—কেবল সন্তানের প্রতি দুর্নিবার

ভালোবাসার সূত্র ধরেই। যে ভালোবাসা মানুষের স্বাভাবিক চেতনা এবং সৃষ্টির প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। সুতরাং যার মধ্যে সন্তান লাভের আগ্রহ নেই সে মানুষ হিসেবে অসম্পূর্ণ।

সন্তানের প্রতি ভালোবাসা আল্লাহর অপূর্ব দান

সূক্ষ্মদৃষ্টিতে দেখলে অনুভূত হবে, স্বামী-স্ত্রীর ভালোবাসার অন্তরালে রয়েছে প্রকৃতপক্ষে সন্তানেরই ভালোবাসা। সন্তান লাভের অদম্য বাসনাই উচ্ছল তারুণ্যে ভাসমান একজন যুবক এবং মায়ের আদরে থাকা একজন যুবতিকে স্বামী-স্ত্রীরূপে আবদ্ধ করে রাখে নানান দায়বদ্ধতা ও প্রতিকূলতার মধ্যেও। এই অন্তর্নিহিত কারণেই যৌবনের বেসামাল উন্মাদনায় যে সকল যুবক-যুবতি বিয়ের সময় সন্তানের কথা ভাববার ফুরসত পায় না তারাও সন্তানের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠে কদিন না যেতেই। আর শত প্রচেষ্টার পরও যাদের সন্তান হয় না তারা অন্যের সন্তান দত্তক নিয়ে হলেও ভালোবাসার এ তৃষ্ণা মেটাবার চেষ্টা করে। এসব কেবল সন্তানের প্রতি মানুষের আবেগ-অনুভূতির মাত্রা অনুমান করার কয়েকটি উপমা। অন্যথায় সন্তানের ভালোবাসা আরও গভীরে। বস্তুত সন্তানের প্রতি মা-বাবার ভালোবাসা কোনো কিছুতে পরিমাপ করা যায় না। না কোনো ভাষায় এই অনুভূতি প্রকাশ করা সম্ভব। এই ভালোবাসা স্বভাবজাত ও অকৃত্রিম। অন্তরের গভীর থেকে গভীরে প্রোথিত এর শিকড়। রক্তে-মাংসে ছড়ানো এই মমত্ব। তাই সন্তান লাভের আবেগঘন মুহূর্তটি পিতামাতার জীবনে শ্রেষ্ঠ স্মৃতি ও অপূর্ব অনুভূতি।

অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়, সন্তানের প্রতি মানুষের এই মায়া-মমতা মহান আল্লাহর অনুপম দান। তিনিই মানুষের অন্তরের গভীরে মায়ার এ সেতুবন্ধন তৈরি করে রেখেছেন এবং সন্তান লাভের আকাঙ্ক্ষাকে তাদের স্বভাবগত করে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন :

﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ﴾

সন্তান-প্রত্যাশীদের জন্য করণীয়

নেককার ও চরিত্রবান সন্তান লাভ করতে চাইলে প্রথমে স্বামী-স্ত্রীকে নেক ও চরিত্রবান হতে হবে। সংসারের পরিবেশ হতে হবে আন্তরিকতাপূর্ণ ও সুশৃঙ্খল। আর সংসারের পরিবেশ তখনই সুন্দর হবে, যখন স্বামী-স্ত্রী উভয়ের চিন্তা-চেতনা এক ও অভিন্ন হবে। অধিকন্তু সন্তানের ব্যাপারে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে থাকতে হবে পরিকল্পনা ও দায়িত্ববোধ। সংসারজীবন পরিকল্পনা অনুযায়ী দায়িত্বশীলতার সঙ্গে পরিচালিত হলেই কেবল সন্তানের সুন্দর ও কাঙ্ক্ষিত ভবিষ্যৎ নির্মাণ করা সহজ হবে। পক্ষান্তরে সংসার যদি বিশৃঙ্খল হয় এবং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এসব গুণাবলি না থাকে, তাহলে সন্তানের মধ্যে ত্রুটিগুলো সংক্রমিত হবে এবং তার জীবনও হয়ে পড়বে এলোমেলো। অতএব, সন্তান গর্ভে আসার আগেই স্বামী-স্ত্রী নিজেদেরকে একটি মার্জিত জীবনের জন্য প্রস্তুত করে নেবে। এ প্রসঙ্গে নিম্নের বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখা উচিত :

এক. সবকিছুর আগে যে বিষয়টি একান্ত জরুরি তা হলো, ছেলেমেয়েদের বিয়ে-শাদির সময় পাত্র-পাত্রী নির্বাচনে সতর্কতা অবলম্বন করা। তাই অভিভাবকগণ পাত্র-পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ের মাঝে দ্বীনদারি, বংশ-বুনিয়াদ, অর্থ-সম্পদ, শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে একে অপরের সামঞ্জস্য হওয়ার ব্যাপারটি অবশ্যই বিবেচনা করবেন। একইভাবে যুবক-যুবতিগণও আবেগের বশীভূত না হয়ে বিয়ের পূর্বে জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী হিসেবে কাকে পছন্দ করছেন সেদিকে বিশেষভাবে গভীর দৃষ্টি রাখবেন। কারণ, গাছের ফল ভালো হওয়ার জন্য বীজ যেমন ভালো হওয়া জরুরি তেমনই সে বীজের জন্য উপযুক্ত মাটির সন্ধান করাও প্রয়োজন। অন্যথায় গাছ থেকে ভালো ফলের সম্ভাবনা অস্বাভাবিক। মনে রাখা চাই, সন্তানের জন্য পিতা হলেন বীজের ন্যায় আর মা হলেন মাটির ন্যায়।

নির্বাচিত ইসলামী নাম

নাম

কারও পরিচয় লাভের মাধ্যম হলো তার নাম। পৃথিবীতে কত বৈচিত্র্যময় নাম যে মানুষের আছে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। ওই সব নামের ধরন-প্রকৃতি নির্ণয় করে প্রত্যেক প্রকার নিয়ে বিশদ আলোচনা করা মোটেও সহজ কাজ নয়। এখানে তার প্রয়োজনও নেই। তাই নামের ক্ষেত্রে ইসলামের যে মৌলিক নীতিমালা ও দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে কুরআন হাদীস ও ফিকহের আলোকে তা বর্ণনা করাই যথেষ্ট। মুমিনগণ ইসলামের সেই দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতিমালাকে সামনে রেখেই নাম নির্বাচন করবেন।

ইতঃপূর্বে সন্তানের অধিকার সম্পর্কিত আলোচনায় শিশুদের সুন্দর নাম রাখার বিষয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও বিধি অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে নামের তালিকা পেশ করার আগে আরও কিছু কথা বলা দরকার মনে হচ্ছে। আশা করা যায়, শিশুর নাম রাখার সময় পূর্বের নীতিমালার পাশাপাশি এই কথাগুলো বিবেচনায় রাখা হলে আমাদের সন্তানদের জন্য একটি সুন্দর ও অর্থবহ নাম নির্বাচন করা সহজ হবে।

আমরা অনেকেই নামকরণের বিষয়টিকে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে নিই না। মনে করি—পরিচয়ের জন্য কোনো রকম নাম একটি হলেই হলো, এর জন্য এত ভাবনার কী আছে? অথচ নাম মানুষের জীবন শুভ ও অশুভ হওয়ার গভীর ইঙ্গিত বহন করে। শুভ নাম বয়ে আনে কল্যাণ আর অশুভ নাম বয়ে আনে অকল্যাণ। তাই নাম রাখার বিষয়টিকে আমাদের গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে।

নামের প্রকারভেদ

মানুষকে যেসব নামে ডাকা হয় তা বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। প্রকৃত নাম বা মূল নাম, ডাকনাম, উপনাম বা কুনিয়ত, লকব বা উপাধিমূলক নাম। একই ব্যক্তির মধ্যে সব ধরনের নামের সমাবেশ ঘটতে পারে। আবার একেক ব্যক্তি একেক ধরনের নামে অধিক পরিচিতও হতে পারে। তাই নামের এই প্রকারগুলো সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করা হচ্ছে।

মূল নাম : মৌলিকভাবে শিশুর পরিচয়ের জন্য যে নাম রাখা হয় তা-ই মূল নাম বা আসল নাম। চাই তা অর্থবোধক হোক বা অর্থহীন, চাই প্রকৃতিগতভাবে তা কুনিয়ত (উপনাম) হোক অথবা অন্য কিছু। সুতরাং সন্তান জন্মের পর পিতা-মাতা সন্তানের পরিচয়ের জন্য যে নাম রাখে তাকেই মূল নাম হিসেবে গণ্য করা হয়।

ডাকনাম : অনেকে মূল নামের পাশাপাশি ডাকনাম হিসেবে শিশুর ভিন্ন একটি নামও রাখে। আমাদের সমাজে মূল নামের সঙ্গে ডাকনাম রাখারও বেশ প্রচলন রয়েছে। পরবর্তীতে শিশুটি ওই ডাকনামেই সমাজে অধিক পরিচিত হয়ে পড়ে, মূল নাম বললে অনেকেই তাকে চেনে না। কখনো কখনো এমন হয়, আসল নাম বলার প্রয়োজন দেখা দিলে শিশুর অনেক নিকটতম ব্যক্তিরাও মূল নামটি স্মরণ করতে পারে না। তাই আমাদের পরামর্শ হলো, মূল নাম এবং ডাকনাম এভাবে ভিন্ন না করে বরং মূল নাম এবং ডাকনাম একটা হলেই ভলো।

অধিকন্তু ডাকনামের ব্যাপারে অনেকের ধারণা হলো, এটি অর্থবোধক হওয়া জরুরি নয়। বলতে শোনা যায়, অর্থবোধক ভালো নাম তো একটা আছেই, ডাকনাম অর্থপূর্ণ হওয়ার দরকার কী। এ ধারণা সঠিক নয়। অতএব, কেউ যদি একান্তই ভিন্ন ডাকনাম রাখতে চায় তাহলে তা যেন সুন্দর ও অর্থবহ হয়। যেমন-তেমন কোনো অর্থহীন বা অবাস্তব কোনো নাম না হয়।

লকব বা উপাধি : নামের সঙ্গে উপাধি ও পদবি উল্লেখ থাকা দোষের কিছু নয়, অনেক ক্ষেত্রে তা উত্তমও। তবে লকব ও উপাধির বিষয়ে কয়েকটি কথা জেনে রাখা উচিত :

উপাধি কখনো বংশগত হয় আবার কখনো স্থানগত। কখনো পেশাগত

আল্লাহর নামের শুরুতে 'আব্দ'যুক্ত নাম

আল্লাহর নাম	অর্থ	'আব্দ'যুক্ত নাম
اللهُ (আল্লাহ)	আল্লাহ	عبد الله / আব্দুল্লাহ
الرَّحْمَنُ (আর রহমান)	রহমান, [পরম করুণাময়]	عبد الرحمن / আব্দুর রহমান
الرَّحِيمُ (আর রহীম)	অসীম অনুগ্রহশীল, অতি দয়ালু	عبد الرحيم / আব্দুর রহীম
المَلِكُ (আল-মালিক)	মালিক, অধিপতি, সম্রাট	عبد الملك / আব্দুল মালিক
القُدُّوسُ (আল-কুদ্দুস)	অতি পবিত্র, পরম পূতময়	عبد القدوس / আব্দুল কুদ্দুস
السَّلامُ (আস সালাম)	নিষ্কলুষ, আশ্রয়দানকারী, শান্তিবিধায়ক	عبد السلام / আব্দুস সালাম
المُؤْمِنُ (আল-মুমিন)	নিরাপত্তাদানকারী, বিশ্বাসী	عبد المؤمن / আব্দুল মুমিন
المُهَيْمِنُ (আল-মুহাইমিন)	রক্ষাকারী, তত্ত্বাবধায়ক	عبد المهيمن / আব্দুল মুহাইমিন
العَزِيزُ (আল-আযীয)	পরাক্রমশালী, ক্ষমতাবান	عبد العزيز / আব্দুল আযীয
الجَبَّارُ (আল-জাব্বার)	প্রবল প্রতাপশালী	عبد الجبار / আব্দুল জাব্বার
المُتَكَبِّرُ (আল-মুতাকাব্বির)	অতীব মহিমান্বিত	عبد المتكبر / আব্দুল মুতাকাব্বির

الخالِقُ (আল-খালিক)	সৃষ্টিকর্তা	عبد الخالق / আব্দুল খালিক
البارىءُ (আল-বারী)	উদ্ভাবনকারী	عبد الباري / আব্দুল বারী
المُصَوِّرُ (আল-মুসাওয়ির)	আকৃতি গঠনকারী, রূপদাতা	عبد المصور / আব্দুল মুসাওয়ির
الغَفَّارُ (আল-গাফফার)	অতি ক্ষমাশীল	عبد الغفار / আব্দুল গাফফার
القَهَّارُ (আল-কাহহার)	সকল কিছুর ওপর প্রভাব বিস্তারকারী	عبد القهار / আব্দুল কাহহার
الوَهَّابُ (আল-ওয়াহহাব)	পরম দাতা	عبد الوهاب / আব্দুল ওয়াহহাব
الرَّزَّاقُ (আর রাযযাক)	রিযিকদাতা	عبد الرزّاق / আব্দুর রাযযাক
الفَتَّاحُ (আল-ফাত্তাহ)	উন্মোচনকারী, সংকট উত্তরণকারী	عبد الفتاح / আব্দুল ফাত্তাহ
القابض (আল-কাবিদ)	সংকোচনকারী, আয়ত্তকারী	عبد القابض / আব্দুল কাবিদ
العَلِيمُ (আল-আলীম)	সর্বজ্ঞ, মহাজ্ঞানী	عبد العليم / আব্দুল আলীম
الباسِطُ (আল-বাসিত)	সম্প্রসারণকারী, বিস্তৃতকারী	عبد الباسط / আব্দুল বাসিত
الخَافِضُ (আল-খাফিদ)	অবনতকারী	عبد الخافض / আব্দুল খাফিদ

বাংলা বর্ণমালা অনুসারে ইসলামী নামের তালিকা

ছেলেদের নাম

বাংলা উচ্চারণ	আরবী উচ্চারণ	অর্থ
আ		
আবান	أبان	সুস্পষ্ট, দীপ্তিমান, বোধগম্য। সাহাবীর নাম।
আমান	أمان	নিরাপদ, শান্ত। নিরাপত্তা, শান্তিপূর্ণ।
আবইয়াদ	أبيض	শুভ্র, দোষমুক্ত। সাহাবীর নাম।
আজমাদ	أجمد	দৃঢ়, নিটোল, অনমনীয়। সাহাবীর নাম।
আহমাদ	أحمد	অধিক প্রশংসাকারী, প্রশংসতম। নবীজির নাম।
আহনাফ	أحنف	একান্ত অনুগত, অতি নিষ্ঠাবান।
আহমার	أحمر	লাল, রক্তবর্ণ। সাহাবীর নাম।
আরহাব	أرحب	প্রশস্ত, উদার, মহানুভব।
আরশাদ	أرشد	ধর্মনিষ্ঠ, অধিক সৎ, সত্যনিষ্ঠ, অতি বুদ্ধিমান।
আরকাম	أرقم	ফণাধর সর্প অর্থাৎ যাকে কেউ সহজে আঘাত করতে সাহস পায় না। সাহাবীর নাম।
আযহার	أزهر	উজ্জ্বল, চাকচিক্যপূর্ণ, আকর্ষণীয়, দৃষ্টিনন্দন। সাহাবীর নাম।
আদাম	آدم	প্রথম মানব। মানবজাতির পিতা।
আসাদ	أسد	সিংহ। সাহাবীর নাম।
আসআদ	أسعد	সৌভাগ্যশীল, সুখী, নেককার। সাহাবীর নাম।

আসলাম	أسلم	নিরাপদ, শান্ত। সাহাবীর নাম।
আশরাফ	أشرف	অত্যন্ত ভদ্র, কুলীন, অভিজাত।
আশআছ	أشعث	কোঁকড়ানো চুল। সাহাবীর নাম।
আসগর	أصغر	ছোট, সর্বকনিষ্ঠ।
আসীল	أصيل	বিশুদ্ধ, মৌলিক, সম্ভ্রান্ত বংশজাত। সাহাবীর নাম।
আতহার	أطهر	পবিত্র, বিশুদ্ধ, পরিচ্ছন্ন।
আযহার	أظهر	সুস্পষ্ট, দৃশ্যমান।
আওয়ান	أعوان	সহায়ক, সাহায্যকারী।
আকছাম	أكثم	প্রশস্ত (রাস্তা)। সাহাবীর নাম।
আকরাম	أكرم	অধিক সম্মানিত, বড় দানশীল।
আমজাদ	أمجد	মহাগৌরবময়, অতি সম্ভ্রান্ত।
আমীন	أمين	বিশ্বস্ত, আমানতদার। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপাধি।
আমীর	أمير	নেতা, শাসক, রাজপুরুষ।
আদীব	أديب	সাহিত্যিক, শিক্ষিত, মার্জিত।
আনাস	أنس	বন্ধু, সৌহার্দ। সাহাবীর নাম।
আনীস	أنيس	সুহৃদ, সঙ্গী। সাহাবীর নাম।
আইমান	أيمن	ডান, বরকতপূর্ণ, ডান দিক সম্পর্কীয়। সাহাবীর নাম।
আইয়ূব	أيّوب	প্রত্যাবর্তনকারী। নবীর নাম।
আবিদ	عابد	ধর্মনিষ্ঠ, ইবাদতকারী। সাহাবীর নাম।

আবির	عابر	মুসাফির, পথিক।
আবেস	عابس	সিংহ। সাহাবীর নাম।
আদিল	عادل	ন্যায়পরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ।
আরিফ	عارف	অভিজ্ঞ, দক্ষ।
আসেম	عاصم	রক্ষক, অভিভাবক, তত্ত্বাবধায়ক।
আতেফ	عاطف	স্নেহশীল, সহানুভূতিপরায়ণ।
আকিল	عاقل	বুদ্ধিমান, বিচক্ষণ, বিবেচক। সাহাবীর নাম।
আমের	عامر	আবাদ, বাড়িতে বসবাসকারী, ওমরাকারী। সাহাবীর নাম।
আব্বাদ	عبّاد	অধিক ইবাদতকারী, সূর্যমুখী ফুল। সাহাবীর নাম।
আব্বাস	عبّاس	সিংহ। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচার নাম।
আত্তাব	عتّاب	যিনি অন্যের দোষ-ত্রুটি ধরিয়ে দেন, অন্যায়ের সমালোচনা করেন। সাহাবীর নাম।
আতীক	عتيق	প্রাচীন, গৌরবময়, মুক্ত।
আজলান	عجلان	দ্রুত গতিসম্পন্ন। সাহাবীর নাম। ।
আদনান	عدنان	অধিবাসী, অবস্থান গ্রহণকারী। প্রিয় নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর পূর্বপুরুষদের একজনের নাম।
আদী	عدي	যে দল যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত। সাহাবীর নাম।
আদীল	عديل	সমতুল্য, অনুরূপ।
আরীফ	عريف	পরিচিত, সুবিদিত, সুদক্ষ, বিশেষজ্ঞ।
আরাফাত	عرفات	মক্কা শরীফের পূর্বদিকে এক ময়দানের নাম যেখানে হজের জন্য উপস্থিত হওয়া আবশ্যক।

মেয়েদের নাম

বাংলা উচ্চারণ	আরবী উচ্চারণ	অর্থ
	আ	
আদীবা	أديبة	সাহিত্যিক, সুশিক্ষিত, মার্জিত, সভ্য, ।
আসমা	أسماء	اسم শব্দের বহুবচন অর্থ নামসমূহ।
আসমা	أسمى	উন্নীত করা, নির্ণয় করা।
আছীয়া	آسية	খুঁটি, স্তম্ভ। মহিলা ডাক্তার।
আদওয়া	أضواء	আলো, আলোকচ্ছটা।
আমিনা	آمنة	নিশ্চিন্ত, নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, আশঙ্কামুক্ত।
আমীনা	أمينة	বিশ্বাসী, আমানতদার মহিলা, নিরাপদ।
আনীসা	أنيسة	অন্তরঙ্গ, ঘনিষ্ঠ, অমায়িক।
আমাতুল্লাহ	أمة الله	আল্লাহর বান্দি।
আবেদা	عابدة	ইবাদতকারিণী, ধর্মপ্রাণ মহিলা।
আতিকা	عاتقة	মুক্তিপ্রাপ্তা, মুক্ত, তরুণী।
আদিলা	عادلة	ন্যায়-পরায়ণ, নিরপেক্ষ।
আরিফা	عارفة	অভিজ্ঞ, জ্ঞানী মহিলা।
আরীফা	عريفة	সুদক্ষ, বিশেষজ্ঞ, সম্যকভাবে জ্ঞাত, দায়িত্বশীল নারী।
আসেমা	عاصمة	সংরক্ষণকারিণী, প্রতিরক্ষাকারিণী, হেফাজতকারিণী।

আতেরা	عاطرة	সুগন্ধপ্রিয়া, অধিক সুগন্ধ ব্যবহারকারিণী।
আতিইয়্যা	عطيّة	উপহার, উপঢৌকন, দান-অনুদান।
আয়েশা	عائشة	সুখী জীবন-যাপনকারিণী, সচ্ছল নারী।
আমেরা	عامرة	উন্নত, সভ্য, দীর্ঘজীবী নারী, আবাদকারিণী।
আতকা	عتقاء	সু-প্রাচীন, প্রাচীনতর, মুক্তিপ্রাপ্তা।
আতীকা	عتيقة	সম্ভ্রান্ত, শ্রেষ্ঠ, সুন্দরী, ভালো জাতের স্ত্রী।
আফীফা	عفيفة	সচ্চরিত্রা, সংযমশীলা, নিষ্পাপ, পবিত্র নারী।
আযীমা	عظيمة	মর্যাদাপূর্ণ, গৌরবময়, মহান নারী।
আদীলা	عديلة	ন্যায়পরায়ণশীলা, ন্যায়বান নারী, সমতল, সমতুল্য।
আযীযা	عزيزة	সম্ভ্রান্ত নারী, প্রিয় কন্যা, বিরল।
আসীলা	عسيلة	মধুমিশ্রিত, মিষ্ট নারী।
আকীলা	عقيلة	পর্দানশীন মহিলা, সম্ভ্রান্ত নারী, বুদ্ধিমতী।
আম্মারা	عمّارة	ধার্মিক নারী, দৃঢ় ঈমানদার নারী।
আলিমা	عالمة	জ্ঞানী, বিদ্বান নারী, শিক্ষিতা।
আলীমা	عليمة	জ্ঞানী, বিদ্যাবতী, বিদুষী।
আরুফা	عروفة	বিদুষী, জ্ঞানসম্পন্না।
আলিয়া	عالية	উচ্চ, উচ্চমর্যাদাসম্পন্না।
আরুসা	عروسة	কনে, নববধূ।
আরীফা	عريفة	জ্ঞানী, জ্ঞানসম্পন্না, দক্ষ নারী।
আরীজা	أريجة	সুগন্ধ, সৌরভ, সুরভী।

আরীকা	عريقة	সুপ্রতিষ্ঠিত, উচ্চবংশীয়া।
আফরা	عفراء	শুভ্র, বিশুদ্ধ, নিষ্পাপ। মহিলা সাহাবীর নাম।
আনোয়ারা	أنورة	উজ্জ্বল, আলোকোজ্জ্বল।
আনজুম	أنجم	তারকারাজি।
আনীকা	أنيقة	সুন্দরী, মনোহর, চমৎকার।
আফীয়া	عافية	সুস্থতা, সুস্বাস্থ্য, ক্ষমাকারিণী।
আবিরা	عابرة	পথিক, মুসাফির।
আতিফা	عاطفة	কোমলহৃদয়া, সহানুভূতিসম্পন্না।
আতেরা	عاطرة	সুগন্ধময়ী।
আকিলা	عاقلة	জ্ঞানী, বুদ্ধিমতী।
আরীকা	أريكة	পালঙ্ক, সিংহাসন।
আয়েদা	عائدة	রোগীর সেবিকা, মুনাফা, লাভ-আয়।
আকীদা	عقيدة	বিশ্বাস, মতাদর্শ, আস্থা।
আইনা	عيناء	আয়তলোচনা, ডাগরচক্ষুবিশিষ্টা।
আকিফা	عاكفة	এতেকাফকারিণী, বসবাসকারিণী।
আসীলা	أصيلة	যথার্থ বুদ্ধির অধিকারী, প্রকৃত জ্ঞানী।
আজওয়া	عجوة	একপ্রকার উন্নত খেজুর, পিষ্ট খেজুর।
আরফা	عرفة	ঘ্রাণ, সুগন্ধ, সুবাস, অনুসন্ধান।
আরওয়া	أروى	পরিতৃপ্ত, তৃষ্ণা নিবারিত, সিক্ত। মহিলা সাহাবীর নাম।

কিছু প্রসিদ্ধ কুনিয়াত বা উপনাম

বাংলা উচ্চারণ	আরবী উচ্চারণ	অর্থ
আবু বকর	أبو بكر	বকরের পিতা। প্রথম খলিফা; সাহাবী হযরত আবু বকর রা.।
আবু উবাইদা	أبو عبيدة	উবাইদার পিতা। সাহাবী।
আবু হুমাইদ	أبو حميد	হুমাইদের পিতা। সাহাবী।
আবু দাউদ	أبو داود	আবু দাউদের পিতা। সাহাবী।
আবু দোজানা	أبو دجانة	দোজানার পিতা। সাহাবী।
আবুদ্দারদা	أبو الدرداء	দারদার পিতা। সাহাবী।
আবু যর	أبو ذر	সাহাবী হযরত আবু যর গিফারী রা.।
আবু সাঈদ	أبو سعيد	সাঈদের পিতা। সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা.।
আবু সুফিয়ান	أبو سفيان	সুফিয়ানের পিতা। সাহাবী।
আবু উমাইর	أبو عمير	উমাইরের পিতা। সাহাবী।
আবু মুসা	أبو موسى	মুসার পিতা। আশআর গোত্রের প্রসিদ্ধ সাহাবী আবু মূসা আল-আশআরী।
আবু হুরায়রা	أبو هريرة	বিড়াল প্রিয়, সাহাবী। মূল নাম আব্দুর রহমান আদ্দাউসী।
আবু আইয়ুব	أبو أيّوب	আইয়ুবের পিতা, উট। আনসারী সাহাবী আবু আইয়ুব আল-আনসারী।
আবু ইয়াযিদ	أبو يزيد	ইয়াযিদের পিতা। সাহাবী।
আবু মালেক	أبو مالك	মালিকের পিতা, ক্ষুধা, বার্ধক্য। সাহাবী।

আবু বাশীর	أبو بشير	বাশীরের পিতা। সাহাবী।
আবু শাহম	أبو شهم	বড় বিচক্ষণ, মহান নেতা। সাহাবী।
আবুল আলিয়া	أبو العالية	সুমহান, বড় সম্ভ্রান্ত, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। সাহাবী।
আবু আবীদ	أبو عبيد	আবীদের পিতা। সাহাবী।
আবু ফিরাস	أبو فراس	ফিরাসের পিতা, সিংহ, কেশরী। সাহাবী।
আবুল মুআল্লা	أبو المعلى	মুআল্লার পিতা। সাহাবী।
আবু ওয়ায়েল	أبو وائل	ওয়ায়েলের পিতা। সাহাবী।
আবু বুরদা	أبو بردة	বুরদার পিতা। সাহাবী।
আবু খাল্লাদ	أبو خلّاد	খাল্লাদের পিতা। সাহাবী।
আবু রাফে	أبو رافع	রাফের পিতা। সাহাবী।
আবু কাতাদা	أبو قتادة	কাতাদার পিতা। সাহাবী।
আবু সালমা	أبو سلمى	সালমার পিতা। সাহাবী।
আবু সালাম	أبو سلام	সালামের পিতা। সাহাবী।
আবু সালামা	أبو سلمة	সালামার পিতা। সাহাবী।
আবু ওয়াক্কাস	أبو وقّاص	ওয়াক্কাসের পিতা। সাহাবী।
আবু নাজীহ	أبو نجيح	নাজীহের পিতা। সাহাবী।
আবু তুরাব	أبو تراب	মাটির সঙ্গী, ধূলিময়। সাহাবী হযরত আলী রা.-এর উপাধি।
আবু হাফছ	أبو حفص	হাফসের পিতা, দ্বিতীয় খলিফা সাহাবী হযরত উমর রা.-এর উপাধি।
আবু ওয়াহিব	أبو واهب	ওয়াাহিবের পিতা।

আবু ওয়াকেদ	أبو واقد	ওয়াকেদের পিতা।
আবু আব্দুল্লাহ	أبو عبد الله	আব্দুল্লাহর পিতা।
আবুল হাজ্জাজ	أبو الحجاج	হাজ্জাজের পিতা।
আবু ঈসা	أبو عيسى	ঈসার পিতা।
আবু মুহাম্মাদ	أبو محمد	মুহাম্মাদের পিতা।
আবু আহমাদ	أبو أحمد	আহমাদের পিতা।
আবু সুলাইমান	أبو سليمان	সুলাইমানের পিতা।
আবু হানীফ	أبو حنيف	হানীফের পিতা।
আবু হাতেম	أبو حاتم	হাতেমের পিতা।
আবু আলী	أبو علي	আলীর পিতা।
আবু যুরআ	أبو زرعة	যুরআর পিতা।
আবুল ওয়ালিদ	أبو الوليد	ওয়ালীদের পিতা।
আবু কিলাবা	أبو قلابة	কিলাবার পিতা।
আবু ইসহাক	أبو إسحاق	ইসহাকের পিতা।
আবু ইয়াকুব	أبو يعقوب	ইয়াকুবের পিতা।
আবু আওয়ানা	أبو عوانة	আওয়ানার পিতা।
আবু যায়েদ	أبو زيد	যায়েদের পিতা।
আবু ইউসুফ	أبو يوسف	ইউসুফের পিতা। ইমাম আবু ইউসুফ রহ.।